দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

রা.বিতে শিবিরের ছাত্র ধর্মঘট

সিন্ডিকেট ১৪ শিবির ক্যাডারকে বহিষ্কার করতে পারে

রাজশাহী থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ছাত্র শিবির আবারও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। গতকাল শনিবার ছাত্র ধর্মঘটের নামে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসসমূহ জোর করে বন্ধ করে দেয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও অন্য কাজকর্ম বন্ধ থাকে।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ প্রথম সন্ত্রাসের দায়ে ছাত্রশিবির ক্যাডারদের স্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে উপাচার্য ভবন লাউঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা চলছিল। সভা শুরু হয়েছে বিকেল পাঁচটায়। অন্যদিকে শিবির ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দাবিতে দু'শতাধিক শিবিরকর্মী সিন্ডিকেটের সভা ঘেরাও করে রেখেছে।

জানা যায়, জিয়া হলের একটি সিট দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে '৯৯ সালের ১৬ই নভেম্বর গভীর রাতে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। তারা নয়টি ছাত্র হলের প্রগতিশী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্বিচার নির্যাতন ও অর্ধ শতাধিক কক্ষ ভাঙচুর করে। এ ঘটনা তদন্তের জন্যে গঠিত কমিটি দীর্ঘদিন পর তাদের প্রদত্ত রিপোর্টে শিবির ক্যাডারদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটির সভায় গত ২০শে সেপ্টেম্বর ১৪ জন শিবির ক্যাডারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের জন্য সিন্ডিকেটের প্রতি সুপারিশ জানানো হয়। এরপর থেকে কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটে অনুমোদন না দেয়ার জন্য শিবির ক্যাডাররা কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে থাকে। নতুন-পুরনো ক্যাডারদের সমাবেশ ঘটানো হয় ক্যাম্পাসে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়, যে ১৪ জন ক্যাডারকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৮/৯ জন ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করেছে। বহিষ্কৃতদের তালিকায় রয়েছে আবু হানিফ খন্দকার, মিজানুর রহমান মিজান এবাদত। অন্যদের নাম জানা যায়নি।